রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : **রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন অত্রি ভট্টাচার্য। তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব ছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করায় অত্রি ভট্টাচার্যকে রাজ্য সরকার এই দায়িত্ব দেয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন মলয় দে। তিনি এদিন মুখ্যসচিব পদে যোগ দেন। এদিনই রাজ্যের মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব মলয় দে। এছাড়া এদিন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকটি দফতরের সচিব পদে রদবদল করা হয়। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সচিব হলেন অনিল ভার্মা, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সচিব হলেন সংঘমিত্রা ঘোষ, উচ্চশিক্ষা সচিব হলেন আর এস শুক্লা।**

স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : **স্বল্প সঞ্চয়ে পিপিএফ, কিষাণ বিকাশ পত্র, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মতো স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলিতে সুদের হার কমাল কেন্দ্র। সুদের হার কমল ০.১ শতাংশ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক রেকর্ড ধার্য হবে। তবে সেভিংস ডিপোজিটগুলিতে বার্ষিক ৪ শতাংশ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া বয়স্ক নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছরের সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার হবে বার্ষিক ৮.৩ শতাংশ। শিশুকন্যাদের জন্য সঞ্চয় প্রকল্প সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বার্ষিক ৮.৪ শতাংশের বদলে সুদের হার ৮.৩ শতাংশ। গত বছরের এপ্রিল থেকে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে সুদের হার প্রতি ত্রৈমাসিকে পর্যালোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্পে বার্ষিক সুদের হার কমে হবে ৭.৮ শতাংশ, কিষাণ বিকাশ পত্রে হবে ৭.৫ শতাংশ এবং ১১৫ মাসে মেয়াদ পূর্ণ হবে।**

মধ্যরাতে জিএসটির সূচনা

উপস্থিত রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী, বয়কট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : সংসদের সেন্ট্রাল হলে এদিন মধ্যরাতে চালু হল পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি। এটি দেশের বৃহত্তম কর পরিষেবা। স্বাধীনতার পর পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় এত বড় সংস্কার আর হয়নি। এই কর সংস্কার নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল ১৭ বছর আগে। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। নানা বিতর্কে বিরোধীদের আপত্তি, কোনও কোনও দলের আপত্তি, সব মিলিয়ে বিস্তর আলোচনার পর তা এদিন চালু হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি জিএসটি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ইউপিএ জমানায় বর্তমান রাষ্ট্রপতি দেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনী বিষয়ক প্রস্তাব সংসদে এনেছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে দেশের সমস্ত কৃতী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রাজ্যসভা ও লোকসভার সব সদস্যদের, সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের, এম্পাওয়ার্ড কমিটির বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানদের। এছাড়া আমন্ত্রণ জানানো হয় বিগ-বি অমিতাভ বচ্চন, লতা মঙ্গেশকরের মতো ব্যক্তিদেরও। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং এইচ ডি দেবগৌড়াকেও। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা পূর্তির ৫০ বছর পর এই প্রথম সংসদের সেন্ট্রাল হলকে সাজিয়ে তোলা হয়। আলোয় আলোয় সেজে ওঠে সংসদ ভবন। এদিকে জিএসটির অনুষ্ঠান বয়কট করেছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেকে প্রচারের সবচেয়ে বড় তামাশার নাম দিয়েছে। এছাড়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও এর মাধ্যমে অপমান করার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। তারা বলেছে, এর আগে সেন্ট্রাল হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কুর্নিশ জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন জানানো হয়েছিল। প্রথম অনুষ্ঠান হয় ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তিতে। পরেরটি হয় ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তাঁর দল মধ্যরাতের জিএসটি অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বৃহস্পতিবারই বিরোধীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, জিএসটি অনুষ্ঠান বয়কট করবেন না। তিনি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সব বিরোধী দলকে অনুরোধ জানান। বিরোধীদের এই অনুষ্ঠান বয়কটের বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, এর জন্য বিরোধীদের অনুতাপ করতে হবে।

এদিকে জিএসটি চালুর প্রতিবাদে সারা দেশে ব্যবসায়ীদের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বন্ধের ডাক দেয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে দোকানপাট বন্ধ ছিল। বহু জায়গায় বন্ধ ছিল ওষুধের দোকান। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, জিএসটির প্রভাব পড়বে ছোট ও বড় ব্যবসায়। এর ফলে তাদের ব্যবসা বিপন্ন হবে। এদিকে এই ব্যবসা বন্ধের ফলে এদিন সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়। অন্যদিকে, জিএসটি নিয়ে শুক্রবার রাতভর ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনা ছিল কী কী হবে আজ ১ জুলাই থেকে। বিশেষ করে কচুরি-সিঙ্গারার মতো খাবারের দামও বেড়ে যাবে বলে মিষ্টান্ন বিক্রেতারা মনে করছেন। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসায়ীরা দোলাচলে রয়েছেন। কারণ কেউ জানেন না করের হার কী হবে এবং কীভাবেই বা তা ধার্য করা হবে। সব মিলিয়ে অস্থিরতা চলছে ছোট এবং মাঝারি বাজারে। ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই বৈঠকে বসছেন আগামী দিনের কর্মসূচি স্থির করতে। একই সঙ্গে দিল্লিতে বিরোধী দলগুলি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফাঁকে ফাঁকেই জিএসটি নিয়ে আলোচনায় বসবে। হয়তো এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন বা ধর্মঘটের ডাকও বিরোধীরা সম্মিলিতভাবে দিতে পারেন। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আলোচনায় বসবে আগামী সপ্তাহে। বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি দোকানদারদের সংগঠন খুচরো ব্যবসায়ীরা যে বিপাকে পড়েছেন, সে ব্যাপারে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে অনড়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, সব দল এতে সম্মতি জানিয়েছে। সুতরাং এর কোনও বিকল্প নেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সংসদের আগামী অধিবেশনে তারা এ নিয়ে ঝড় তুলবেন বলে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়েছে। সম্ভবত দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধির ডাকে আবারও বিরোধীরা এই বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসবেন।

জিএসটির সূচনায় ঘণ্টা হাতে বেঙ্কাইয়া নাইডু।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়...

১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আজ চরম বিপদ। ফিরে আসছে ইন্সপেক্টর রাজের প্রহসন। জিএসটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গ্রেফতারির বন্দোবস্ত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আজ মধ্যরাত থেকেই বিপর্যয় নামার আশঙ্কা। উদ্যোগপতি ও মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর নামছে ঘন অন্ধকার।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী

বেলুড় মঠে স্বামী আত্মস্থানন্দজির স্মরণ সভায় মুখ্যমন্ত্রী

অমিত জানা ● হাওড়া

বেলুড় মঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের স্মৃতি। সেই স্মৃতির অন্যতম ভাগীদার স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ। সেই সঙ্গে এই মাটিতে মিশে রয়েছে অনেক ইতিহাস। এখানে এলে দূর হয় মনের গ্লানি। সেই বেলুড় মঠের মাটিকে প্রণাম। এই মঠের সঙ্গে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদা মায়ের সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। সেই স্মৃতি বিজড়িত সময়কে প্রণাম। প্রণাম স্বামী আত্মস্থানন্দজি এবং সকল মহারাজকে। ঘড়ির কাঁটায় তখন শুক্রবারের আটপৌর বিকেল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে এই কথাগুলি ধ্বনিত হল গোটা বেলুড়ের মঠ জুড়ে। এদিন ছিল বেলুড় মঠের ভান্ডারা উৎসব। প্রয়াস স্বামী আত্মস্থানন্দজির মহারাজের স্মরণ সভা। দুঃখ, বেদনা, কান্নাকাটি ছিল না সেখানে। বেলুড় মঠের মহারাজের কথায়, এদিন আমরা দুঃখ করব না, করব আনন্দ। প্রয়াত স্বামীজির কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ সংকল্প আকারে নিয়ে করব আনন্দ। আর সেই আনন্দে আরও কিছু আনন্দস্রোত ভাসিয়ে দিলেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়ে। তাঁর আসার কোনও আগাম খবর ছিল না বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে। জেলা সফর থেকে ফেরার পরে সিদ্ধান্ত নেন তিনি যাবেন বেলুড় মঠে। তখনই শুরু হয়ে যায় বেলুড় মঠে চরম ব্যস্ততা। এদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বেলুড় মঠে এসে প্রথমে মূল মন্দিরে প্রণাম সারেন। তারপর স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ যেখানে থাকতেন সেখানে। সেখানে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। কথা বলেন অন্য মহারাজদের সঙ্গে। তারপর চলে যান স্মরণ সভার মূল মঞ্চে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলেন, এখানে আসতে সব সময়েই ইচ্ছে করে। কিন্তু সবসময় আসা সম্ভব

বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হয় না। এখানে এলে দুঃখ, কষ্ট ভুলে মনে শান্তি আসে, তৃপ্তি বোধ করি। সব ধর্মের মানুষেরই এখানে আসার অধিকার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সব মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকেন না, বেঁচে থাকে তাঁর কর্ম ও আদর্শ। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছিলেন সেরকমই একজন মানুষ। প্রেসিডেন্ট মহারাজের কথা বলতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে নিজের কয়েকটি ঘটনার স্মৃতিচারণা করলেন। তিনি বলেন, ২০১১ সালের নির্বাচনের পর তিনি এসেছিলেন বেলুড় মঠে। তখন স্বামী আত্মস্থানন্দজি তাঁর হাতে কয়েকটি লজেন্স দিয়ে বলেছিলেন, তুমি প্রত্যেক মাসে একবার এখানে এসো। সেই কথাটি তিনি হৃদয় দিয়ে বলেছিলেন। যে কথাটি আমার মনে এখনও ছুঁয়ে রয়েছে। প্রত্যেক মাসে না হলেও সময় পেলেই মাঝে মাঝে আমি চলে আসি এখানে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বামী আত্মস্থানন্দজি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বেলুড় মঠের শিক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন মেধাতালিকায় এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নাম তুলেছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বেলুড় মঠের অস্থায়ী সভাপতি স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজ, হাওড়ার জেলাশাসক চৈতালী চক্রবর্তী, বৈশালী ডালমিয়া এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা। জেলা সফর সেরে কলকাতায় ঢোকার আগে তিনি ঢুকে পড়লেন বেলুড় মঠে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বেলুড় মঠের উন্নয়নের কাজ অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভজন, কীর্তন, হোম ও বিশেষ পুজো হয়। দুপুরের পর থেকে মহারাজের স্মরণসভা হয়। সেই স্মরণ সভায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ আরও রঙিন করে তুলল অনুষ্ঠানকে। মহারাজদের কথায়, এই দিনটিও তাদের কাছে আরও একটি স্মরণীয় দিন।

পাহাড়ে ফের আক্রান্ত পুলিশ, আগুন তৃণমূল নেতার বাড়িতে

দার্জিলিং/শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : **গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ডাকা অনির্দিষ্টকালের বাংলা বন্ধ অব্যাহত। সেই সঙ্গে চলছে বিক্ষিপ্ত হিংসা ও অশান্তিও। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে দার্জিলিঙের রংলীতে কয়েকজন মোর্চা নেতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে জখম হলেন চারজন পুলিশকর্মী। স্থানীয় মোর্চা নেতা-কর্মীদের ছোড়া ইট-পাথরের ঘায়ে আহত হয়েছেন সুজিত দাস, তপন কর্মকার, হরিহর মাঝি ও প্রকাশ ঠাকুর নামে চার পুলিশ কর্মী। আহতরা শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে কর্মরত। শুক্রবার জখম পুলিশ কর্মীদের হাসপাতালে দেখতে যান শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমার সিংহ। পাশাপাশি মিরিকে তৃণমূল নেতা তথা মিরিক পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এম কে জিম্বার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। ঘটনায় জিম্বার বাড়ির একাংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মাথায় আঘাত পেয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মিরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মিরিকে কৃষি দফতরের একটি অফিসেও আগুন লাগানোর খবর মিলেছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।**

অন্যদিকে, কয়েকদিন পোড়া শরীর নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানতে হল অনিকেত ছেত্রীকে। উল্লেখ্য, পাহাড়ে মোর্চার হিংসাত্মক আন্দোলনের শিকার হতে হয়েছিল অনিকেতকে। কিছুদিন আগে পাহাড়ে ওঠার মুখে ট্রাক সহ অনিকেত ছেত্রীকে জ্বালিয়ে দেয় মোর্চা কর্মীরা।

পাহাড় নিয়ে আরও কঠোর রাজ্য

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে কাজ শুরু : ডিজি

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ে মোর্চার উগ্র আন্দোলনের নামে যা চলছে, তা ধ্বংসাত্মক এবং হিংসার। রাজ্য সরকার কোনওভাবেই এই ধরনের আন্দোলনকে বরদাস্ত করবে না। এই ধরনের উগ্র আন্দোলনের মোকাবিলায় আরও এক দুঁদে পুলিশ অফিসারকে পাহাড়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে ডিজি হোমগার্ড রাজ কানোজিয়া পাহাড়ে বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা, মনিটরিং করা সহ পাহাড়ের মোর্চার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। শুক্রবার নবান্নে ডিজি পুলিশ সুরজিৎকর পুরকায়স্থ সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এই অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, পাহাড়ের পরিস্থিতির মোকাবিলায় আরও ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়া হয়েছে। বিগত দিনে রাজ্য সরকার প্রয়োজন মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইলেও ৪ কোম্পানি এসএসবি মহিলা বাহিনী পাঠানো হয়। ডিজি পুলিশ আরও জানান, পাহাড়ে সরকারি দফতরে অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা সহ নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। সেক্ষেত্রে মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং ও রোশন গিরির গ্রেফতারের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন তিনি। আন্দোলন চলাকালীন মোর্চার পক্ষ থেকে কালিঝোড়ায় একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ট্রাক ড্রাইভার অনিকেত ছেত্রী এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শুক্রবার তিনি মারা যান। তিনি পাহাড়েরই বাসিন্দা। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য করার কথাও জানান তিনি। পাশাপাশি ট্রাক ড্রাইভারের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে তিনি জানান। ডিজি এদিন স্পষ্ট করে জানান, যারা যারা এই ধরনের উগ্র ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হচ্ছে। কোর্টের নির্দেশ মেনেই তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার সহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার ডিজি সরকারের পক্ষ থেকে হুগলিতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাজ শুরুর কথা ঘোষণা করেন। প্রায় দু'মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুলিশ কমিশনারেটের কথা ঘোষণা করেছিলেন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট রাজ্যের ষষ্ঠ পুলিশ কমিশনারেট হিসেবে কাজ শুরু করল। মূলত চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর সহ হুগলির শিল্পাঞ্চল নিয়ে গঠিত হল এই কমিশনারেট। নতুন এই কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে। হুগলির রুরাল অংশের এসপি রুরাল অংশের দায়িত্ব সামলাবেন হুগলির বর্তমান এসপি সুকেশ জৈন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের হেড কোয়ার্টার থাকছে চুঁচুড়ায়। হুগলি রুরালের এসপি অফিস হচ্ছে সিঙ্গুরে। হুগলিতে নতুন পুলিশ কমিশনারেট হওয়ার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নবান্নে ডিজি। ছবি-শ্যামল মৈত্র

পাক সেনার নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন, আহত এক মহিলা

শ্রীনগর, ৩০ জুন : পাক সেনাবাহিনী শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে ব্যাপক গোলা-গুলি ছোড়ে। তারা জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। তবে সেনাবাহিনীও পাল্টা কড়া জবাব দিয়েছে। এই গুলি বিনিময়ে পাক গোলায় আহত হয়েছেন ভারতীয় সীমান্তের ৩৫ বছরের এক মহিলা। তাঁর নাম নাসিম আখতার। এই খবর জানিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ অফিসার। পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জলের ট্যাঙ্ক। এদিন ভোর থেকে পাক সেনার এই গোলাবর্ষণে সমস্ত এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অনেকেই আস্তানা গুটিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যান। জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন তাদের যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। বৃহস্পতিবার পাক সেনারা গোলা-গুলি বর্ষণে পুঞ্চ জেলায় দু'জন ভারতীয় জওয়ান আহত হয়েছেন। ২৭ জুন ভিমবারগলি সেক্টরে পাক সেনা যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘন করে এবং বেপরোয়া গুলি চালায়। গত একমাসের মধ্যে পাক সেনা ২৩ বার যুদ্ধবিরতি সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে।

এদিকে ইদ পর্ব মিটে যাওয়ার পরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার মুখে সৈয়দ সালাউদ্দিনকে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করার প্রতিবাদে জম্মু-কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন বিধিনিষেধ জারি করেছে। প্রসঙ্গত, সোমবার শ্রীনগরে ইদের প্রার্থনার পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করলে সিআরপিএফ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন শ্রীনগরের বিভিন্ন জায়গায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। শ্রীনগরের ডাউনটাউন এলাকায় পাস্তা পুলিশ থানা অঞ্চলে এই বিধিনিষেধ জারির কথা ঘোষণা করা হয়। এছাড়া বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীর এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল সালাউদ্দিনকে বিশ্ব জঙ্গি হিসেবে মার্কিনি ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণা অত্যন্ত অন্যায়, যা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। কাশ্মীরের মানুষ এটা মেনে নেবে না। এক বিবৃতিতে এই ঘোষণার নিন্দা করা হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, মীরওয়েজ ওমর ফারুখ এবং জেকেএলের প্রধান মহম্মদ ইয়াসিন মালিক। শুক্রবার ধর্মীয় প্রার্থনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।